[UP TET GEOGRAPHY- II]

www.shekhapora.com

বসতি, পরিবহন ও যোগাযোগ

WB TET Upper Primary (Geography)

---

১. বসতি (Settlement)

সংজ্ঞা

মানুষের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গড়ে ওঠা আবাসস্থলকে বসতি বলে।

বসতির উপাদান

1. গৃহ বা আবাস
2. রাস্তা ও পথ
3. পানীয় জলের উৎস
4. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র
5. কৃষিজমি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র

বসতি গড়ে ওঠার কারণ

প্রাকৃতিক কারণ

- সমতল ভূমি
- উর্বর মাটি
- নদী ও জলাশয়ের উপস্থিতি
- অনুকূল জলবায়ু
- প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা

মানবসৃষ্ট কারণ

- শিল্প ও বাণিজ্য
- পরিবহন ব্যবস্থা
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা
- প্রশাসনিক কেন্দ্র
- নিরাপত্তা

www.shekhapora.com

বসতির শ্রেণিবিভাগ

(ক) স্থায়িত্বের ভিত্তিতে

১. স্থায়ী বসতি

যেখানে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে।

উদাহরণ: কলকাতা, দিল্লি।

২. অস্থায়ী বসতি

যেখানে মানুষ সাময়িকভাবে বসবাস করে।

উদাহরণ: যাযাবরদের তাবু, চা-বাগানের শ্রমিক শিবির।

(খ) অবস্থানের ভিত্তিতে

১. গ্রামীণ বসতি (Rural Settlement)

- প্রধান পেশা কৃষিকাজ।
- জনসংখ্যা কম।
- ঘরবাড়ি ছড়ানো।

২. নগর বসতি (Urban Settlement)

- শিল্প, ব্যবসা ও পরিষেবা প্রধান।
- জনঘনত্ব বেশি।
- উন্নত অবকাঠামো।

(গ) বিন্যাসের ভিত্তিতে

১. পুঞ্জীভূত বসতি **(Compact Settlement)**
- ঘরবাড়ি কাছাকাছি।
- সমতল ও উর্বর অঞ্চলে দেখা যায়।

২. বিক্ষিপ্ত বসতি **(Dispersed Settlement)**
- ঘরবাড়ি দূরে দূরে অবস্থিত।
- পাহাড়ি ও বনাঞ্চলে দেখা যায়।

৩. সরলরৈখিক বসতি **(Linear Settlement)**
- রাস্তা, নদী বা খালের ধারে গড়ে ওঠে।

৪. বৃত্তাকার বসতি **(Circular Settlement)**
- কোনো কেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য
- কৃষিনির্ভর অর্থনীতি
- জনসংখ্যা কম
- পরিবহন সুবিধা সীমিত
- সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ়
- দূষণ কম

নগর বসতির বৈশিষ্ট্য
- অ-কৃষি পেশার আধিক্য
- জনসংখ্যা বেশি
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বহুতল ভবন
- দূষণের পরিমাণ বেশি

নগরায়ণ **(Urbanization)**

সংজ্ঞা
গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহরের সম্প্রসারণকে নগরায়ণ বলে।

নগরায়ণের কারণ
- শিল্পায়ন
- কর্মসংস্থানের সুযোগ
- উন্নত শিক্ষা
- চিকিৎসা সুবিধা
- পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি

নগরায়ণের সমস্যা
- বস্তি বৃদ্ধি
- বায়ু দূষণ
- জল দূষণ
- যানজট
- বেকারত্ব

---

২. পরিবহন **(Transport)**

সংজ্ঞা
মানুষ, পণ্য ও পরিষেবাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার ব্যবস্থাকে পরিবহন বলে।

পরিবহনের গুরুত্ব
- বাণিজ্যের উন্নতি
- অর্থনৈতিক বিকাশ
- শিল্পের সম্প্রসারণ
- পর্যটনের বিকাশ
- জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি

পরিবহনের প্রকারভেদ

১. সড়কপথ **(Roadways)**

www.shekhapora.com

বৈশিষ্ট্য

- সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিবহন।
- দরজায় দরজায় পরিষেবা দেয়।

সুবিধা

- নির্মাণ খরচ কম।
- ছোট দূরত্বে উপযোগী।

অসুবিধা

- দীর্ঘ দূরত্বে ব্যয়বহুল।
- যানজট সৃষ্টি হয়।

---

২. রেলপথ (Railways)

বৈশিষ্ট্য

- ভারী মালবাহী পরিবহনে উপযোগী।
- দীর্ঘ দূরত্বে সাশ্রয়ী।

সুবিধা

- নিরাপদ।
- বৃহৎ পরিমাণ মাল পরিবহন সম্ভব।

অসুবিধা

- নির্মাণ ব্যয় বেশি।
- নির্দিষ্ট রুটে সীমাবদ্ধ।

---

৩. জলপথ (Waterways)

প্রকার

- অভ্যন্তরীণ জলপথ
- সমুদ্রপথ

সুবিধা

- সবচেয়ে সস্তা পরিবহন।
- ভারী মাল পরিবহনে উপযোগী।

অসুবিধা

- ধীরগতিসম্পন্ন।
- আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

---

৪. আকাশপথ (Airways)

www.shekhapora.com

বৈশিষ্ট্য

- দ্রুততম পরিবহন ব্যবস্থা।

সুবিধা

- সময় সাশ্রয়।
- দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছানো যায়।

অসুবিধা

- ব্যয়বহুল।
- আবহাওয়ার প্রভাব বেশি।

---

৫. পাইপলাইন পরিবহন

ব্যবহৃত হয়

- পেট্রোলিয়াম
- প্রাকৃতিক গ্যাস
- জল

সুবিধা

- নিরাপদ
- কম খরচ

ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা

সড়কপথ

- ভারতের সড়ক নেটওয়ার্ক বিশ্বের বৃহত্তমগুলির মধ্যে একটি।

- জাতীয় সড়ক (National Highway) দেশের প্রধান শহরগুলিকে যুক্ত করে।

রেলপথ

- ভারতীয় রেল এশিয়ার বৃহত্তম রেল নেটওয়ার্কগুলির একটি।

জলপথ

- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও গোদাবরী গুরুত্বপূর্ণ জলপথ।

আকাশপথ

- দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা ও চেন্নাই প্রধান বিমানবন্দর।

---

৩. যোগাযোগ (Communication)

সংজ্ঞা

তথ্য, সংবাদ, ভাব ও মতামত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ বলে।

যোগাযোগের গুরুত্ব

- তথ্য আদান-প্রদান
- শিক্ষা বিস্তার
- ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি
- প্রশাসনিক কাজের সুবিধা
- জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি

যোগাযোগের প্রকারভেদ

১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ

- চিঠি
- টেলিফোন
- মোবাইল
- ই-মেইল

---

২. গণযোগাযোগ (Mass Communication)

মুদ্রিত মাধ্যম

- সংবাদপত্র
- পত্রিকা
- বই

ইলেকট্রনিক মাধ্যম

- রেডিও
- টেলিভিশন
- ইন্টারনেট

www.shekhapora.com

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

ইন্টারনেট

- বিশ্বব্যাপী তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব।

ই-মেইল

- দ্রুত বার্তা প্রেরণ।

সামাজিক মাধ্যম

- Facebook, WhatsApp, X (Twitter), Instagram ইত্যাদি।

ভিডিও কনফারেন্স

- দূরবর্তী স্থানে বসেই সভা ও শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব।

পরিবহন ও যোগাযোগের পারস্পরিক সম্পর্ক

1. পরিবহন মানুষ ও পণ্য স্থানান্তর করে।
2. যোগাযোগ তথ্য স্থানান্তর করে।
3. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উভয়ই অপরিহার্য।
4. শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
5. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন করে।

ভারতের পরিবহন, বসতি ও যোগাযোগ

১. ভারতের বসতি (Settlement in India)

বসতির ধারণা

মানুষের স্থায়ী বা অস্থায়ী আবাস গড়ে ওঠার স্থানকে বসতি বলে।

ভারতে বসতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জলবায়ু, নদী, মাটি, পরিবহন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতের বসতির বন্টন

ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল

- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি
- পাঞ্জাব-হরিয়ানা সমভূমি
- কেরল উপকূল
- পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি

কারণ

- উর্বর মাটি
- পর্যাপ্ত জল
- উন্নত পরিবহন
- কৃষি ও শিল্পের বিকাশ

বিরল বসতিপূর্ণ অঞ্চল

- হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল
- থর মরুভূমি
- আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
- উত্তর-পূর্ব ভারতের ঘন বনাঞ্চল

কারণ

- দুর্গম ভূপ্রকৃতি
- প্রতিকূল জলবায়ু
- যোগাযোগের অভাব

ভারতের গ্রামীণ বসতি

বৈশিষ্ট্য

- কৃষিনির্ভর
- জনসংখ্যা তুলনামূলক কম
- প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল
- সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ়

প্রধান অঞ্চল

- উত্তরপ্রদেশ
- বিহার
- পশ্চিমবঙ্গ
- পাঞ্জাব
- হরিয়ানা

ভারতের নগর বসতি

বৈশিষ্ট্য

- শিল্প ও বাণিজ্যনির্ভর
- জনসংখ্যা বেশি
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বহুতল ভবনের আধিক্য

প্রধান মহানগর

- কলকাতা
- মুম্বাই
- দিল্লি
- চেন্নাই

www.shekhapora.com

- বেঙ্গালুরু

নগরায়ণ (Urbanisation)

সংজ্ঞা

গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যা স্থানান্তর এবং শহরের সম্প্রসারণকে নগরায়ণ বলে।

কারণ

- শিল্পায়ন
- কর্মসংস্থান
- শিক্ষা
- চিকিৎসা
- উন্নত জীবনযাত্রা

সমস্যা

- বস্তি বৃদ্ধি
- যানজট
- দূষণ
- বেকারত্ব
- পানীয় জলের সংকট

---

২. ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা (Transport in India)

ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো পরিবহন ব্যবস্থা।

(ক) সড়ক পরিবহন

ভারতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে।

সড়কের শ্রেণিবিভাগ

১. জাতীয় সড়ক (National Highway)

- দেশের প্রধান শহরগুলিকে যুক্ত করে।
- মোট সড়কপথের প্রায় ২% হলেও অধিকাংশ পণ্য পরিবহন করে।

গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক

- NH-44 : ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়ক
- শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী

---

২. রাজ্য সড়ক (State Highway)

- রাজ্যের বিভিন্ন শহরকে যুক্ত করে।

---

৩. জেলা সড়ক

- জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষা করে।

---

৪. গ্রামীণ সড়ক

- গ্রাম ও শহরের সংযোগ স্থাপন করে।

স্বর্ণচতুর্ভুজ প্রকল্প (Golden Quadrilateral)

ভারতের বৃহত্তম সড়ক প্রকল্প।
চারটি মহানগরকে যুক্ত করেছে—

- দিল্লি
- মুম্বাই
- চেন্নাই
- কলকাতা

(খ) রেল পরিবহন

গুরুত্ব

- দেশের বৃহত্তম গণপরিবহন ব্যবস্থা।
- ভারী মাল পরিবহনে উপযোগী।

ভারতীয় রেলের বৈশিষ্ট্য

www.shekhapora.com

- বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রেল নেটওয়ার্ক।
- এশিয়ার বৃহত্তম সরকারি নিয়োগকারী সংস্থাগুলির একটি।

রেলপথের ঘনত্ব বেশি

- উত্তর ভারতের সমভূমি
- গঙ্গা সমভূমি

কারণ

- সমতল ভূমি
- অধিক জনসংখ্যা
- শিল্প ও কৃষির বিকাশ

রেলপথের ঘনত্ব কম

- হিমালয় অঞ্চল
- মরুভূমি অঞ্চল
- উত্তর-পূর্ব ভারত

ভারতের প্রথম রেলপথ

- ১৮৫৩ সালে
- মুম্বাই থেকে থানে

(গ) জল পরিবহন

সবচেয়ে সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা।

অভ্যন্তরীণ জলপথ

জাতীয় জলপথ-১

- গঙ্গা নদী
- প্রয়াগরাজ থেকে হলদিয়া

জাতীয় জলপথ-২

- ব্রহ্মপুত্র নদী

জাতীয় জলপথ-৩

- কেরলের পশ্চিম উপকূলীয় খাল

প্রধান সমুদ্রবন্দর

পশ্চিম উপকূল

- মুম্বাই
- মোরমুগাও
- কান্ডলা

পূর্ব উপকূল

- কলকাতা
- বিশাখাপত্তনম
- চেন্নাই

(ঘ) বিমান পরিবহন

দ্রুততম পরিবহন ব্যবস্থা।

প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

(ঙ) পাইপলাইন পরিবহন

পরিবহন করা হয়

www.shekhapora.com

- অপরিশোধিত তেল
- প্রাকৃতিক গ্যাস
- জল

গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন

- হাজিরা–বিজয়পুর–জগদীশপুর (HVJ) গ্যাস পাইপলাইন

---

৩. ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication in India)

সংজ্ঞা

তথ্য, সংবাদ ও ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে যোগাযোগ বলে।

যোগাযোগের প্রকারভেদ

১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ

- চিঠি
- টেলিফোন
- মোবাইল
- ই-মেইল

---

২. গণযোগাযোগ

মুদ্রিত মাধ্যম

- সংবাদপত্র
- সাময়িকপত্র
- বই

ইলেকট্রনিক মাধ্যম

- রেডিও
- টেলিভিশন
- ইন্টারনেট

ভারতের ডাক ব্যবস্থা

- বিশ্বের বৃহত্তম ডাক ব্যবস্থাগুলির একটি।
- গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত।

টেলিযোগাযোগ

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার
- 4G ও 5G পরিষেবা
- ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি

www.shekhapora.com

উপগ্রহ যোগাযোগ

ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উপগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ উপগ্রহ

- INSAT
- GSAT

পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (One-Liner)

✅ মানুষের আবাসস্থলকে বসতি বলে।
✅ গ্রামীণ বসতির প্রধান পেশা কৃষিকাজ।
✅ নগরায়ণের প্রধান কারণ শিল্পায়ন।
✅ সড়কপথ দরজায় দরজায় পরিষেবা দেয়।
✅ রেলপথ ভারী মাল পরিবহনে উপযোগী।
✅ জলপথ সবচেয়ে সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা।
✅ আকাশপথ দ্রুততম পরিবহন ব্যবস্থা।
✅ পাইপলাইনে তেল ও গ্যাস পরিবহন করা হয়।
✅ তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ বলে।

✅ ইন্টারনেট আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম।
✅ গণযোগাযোগের মাধ্যম হল রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্র।
✅ পরিবহন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড।
✅ যোগাযোগ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করে।
✅ পুঞ্জীভূত, বিক্ষিপ্ত ও সরলরৈখিক হলো বসতির গুরুত্বপূর্ণ বিন্যাস।
✅ গ্রাম থেকে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নগরায়ণ বলে।

✅ ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়ক — NH-44
✅ ভারতের প্রথম রেলপথ — মুম্বাই থেকে থানে (১৮৫৩)
✅ স্বর্ণচতুর্ভুজ প্রকল্প চার মহানগরকে যুক্ত করেছে।
✅ জলপথ সবচেয়ে সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা।
✅ বিমানপথ দ্রুততম পরিবহন ব্যবস্থা।
✅ জাতীয় জলপথ-১ গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত।
✅ HVJ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস পাইপলাইন।
✅ গঙ্গা সমভূমি ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।
✅ হিমালয় ও থর মরুভূমি বিরল বসতিপূর্ণ অঞ্চল।
✅ ভারতের ডাকব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তম ডাকব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম।
✅ INSAT ভারতের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ উপগ্রহ ব্যবস্থা।

মনে রেখোঃ

"বসতি → কোথায় মানুষ থাকে**;**
পরিবহন → মানুষ ও পণ্য বহন করে**;**
যোগাযোগ → তথ্য বহন করে।**"** – এই তিনটি একসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি গঠন করে।

....

www.shekhapora.com